সংবাদ

জেএসসি ৩ নভেম্বর ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০ নভেম্বর

● রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় শিক্ষার্থী অভিভাবকরা

রাকিব উদ্দিন

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। কারণ সংকটাপন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই আগামী ৩ নভেম্বর শুরু হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও সমমানের মাদ্রাসার জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা।

এই পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই আগামী ২০ নভেম্বর শুরু হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও সমমানের মাদ্রাসা স্তরের ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। এই সময়ে পুরো নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসজুড়ে থাকবে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও। এছাড়াও নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সারাদেশের স্কুলে ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম শ্রেণীর বার্ষিক ও দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের দাবিতে ইতোমধ্যে আগামী ২৪ অক্টোবরের পর থেকে কঠিন রাজনৈতিক কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট। ওই সময়ে রাজপথ দখলে রাখার ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটও।

এই পরিস্থিতিতে বছরের শেষ সময়ে এসে

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

পরীক্ষা : ২০ নভেম্বর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সবচেয়ে বড় দুটি পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষা প্রশাসন। আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা বলছেন, ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি করে না, তারা দেশের ভবিষ্যৎ। কাজেই ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়েই আগামীতে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেয়া উচিত।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রাম ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক নজরুল ইসলাম রনি সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ও পরীক্ষা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিক বিবেচনায় রেখেই রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি দেয়া উচিত। আর অবিলম্বে প্রধান দুটি রাজনৈতিক জোটকে আলোচনায় বসে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা উচিত, যাতে দেশে কোন সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি না হয়।'

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) জানায়, দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, এসএসসি (ভোকেশনাল), মাদ্রাসার ইবতেদায়ি, দাখিল ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরে তিন কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

এছাড়া ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২০ লাখ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজে প্রায় ১৪ লাখ, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন লাখসহ সারাদেশে প্রায় সোয়া চার কোটি শিক্ষার্থী আছে।

প্রধান দুটি রাজনৈতিক জোটের ডাকা বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত থাকলে বছরের শেষ সময়ে চরম সংকটের মুখে পড়বে চারটি পাবলিক পরীক্ষা। একই রকমের পরিস্থিতির মুখে পড়বে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষাও। এতে সব মিলিয়ে প্রায় সোয়া চার কোটি শিক্ষার্থী ভোগান্তি ও হয়রানির মুখে পড়বে। এতে সংকটাপন্ন হতে পারে দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা। ভেঙে পড়তে পারে একাডেমিক ক্যালেন্ডার বা বার্ষিক দিনপঞ্জি।

ঢাকার পূর্ব গেন্ডারিয়ার বাসিন্দা মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অভিভাবক শহিদুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত জোটের হরতাল, অবরোধ ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে গত ৯ মাসে তিন মাসও ক্লাস হয়নি। আমার দুই ছেলেকে পুরোপুরি কোচিংয়ের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এ অবস্থার মধ্যে আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরে যাতে কোন ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক কর্মসূচি ডাকা না হয় তার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অনুরোধ করছি।'

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে হরতালসহ রাজনীতির নামে যেকোন ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি থেকে বিরত থাকতে সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি সংবাদকে বলেন, 'মনে রাখবেন নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা কোন দলের সন্তান বা কর্মী নয়, এরা পুরো জাতির সন্তান। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদেরই ভাবতে হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে আরও বলেন, 'হরতালের বিকল্প কিছু করেন, যা কোটি কোটি শিক্ষার্থীর জন্য ক্ষতির কারণ না হয়। অন্য কোন কর্মসূচি দিয়ে দাবি প্রকাশ করুন। ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি দিয়ে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের ক্ষতি করবেন না।'

জানা গেছে, নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ইতোমধ্যে আগামী অক্টোবর মাসজুড়ে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোট। চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য আগামী অক্টোবর ও নভেম্বর মাস ধরে কর্মসূচি দেবে বিএনপি-জামায়াত জোট। অথচ এই সময়েই স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের চলতি বছরের শিক্ষা কার্যক্রমের বার্ষিক পরীক্ষা। এ সময় পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি, অন্যান্য শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা, ২০১৪ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষা এবং নতুন শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু ওই সময় হরতাল-অবরোধের রাজনীতি শিক্ষার্থীদের গভীর শঙ্কার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিএনপি-জামায়াত জোটের ঘন ঘন হরতাল ও ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে গত ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হওয়া এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে কমপক্ষে ৫ দিন হরতাল পালন হয়। এতে শিক্ষা বোর্ডগুলোকে ৩৭টি বিষয়ের পরীক্ষাসূচি পাল্টাতে হয়। একই কারণে গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হওয়া এইচএসসি পরীক্ষায় ৩২টি বিষয়ের পরীক্ষাসূচি পরিবর্তন করতে হয়। আর শতাধিক পরীক্ষা নিয়ে গভীর সংকটে পড়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। এতে বিশ্ববিদ্যালয়টি কমপক্ষে ছয় মাসের সেশনজটের কবলে পড়ে।